মুদ্রণশিল্পের আদি ইতিহাসের রূপরেখা ও ভারতে ছাপাখানার সূচনাপর্ব

রাজীব কুমার ঘোষ

(উৎসর্গ ঃ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত উৎপল কুমার ঘোষ শ্রীচরণেষু)

বুদ্ধং শরণং গচছামি

গভীর রাত্রে সহসা সুষুপ্তি ভঙ্গ করে উঠে বসলেন চীন সম্রাট মিং তি। বিহ্বল দৃষ্টি তার দু'চোখে। সম্রাট যেন অনুধাবন করতে পারছেন না, তিনি জাগ্রত না নিদ্রিত। নিদ্রা! তাহলে ক্ষণিক পূর্বেই যে জোতির্ময় পুষকে তিনি দর্শন করলেন, তা কি নিছক নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নদর্শন! নিশ্চয়ই তাই, এই তো তাঁর নিজের শয়নকক্ষ, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তিনি উপবিষ্ট। কিন্তু তিনি ভুলতে পারছেন কই সেই কাঞ্চনবর্ণ, দ্যুতিময় মানুষটিকে - এ কি নিছক স্বপ্ন না কোন অর্থ আছে এর!

পরদিনই রাজসভায় ডাক পড়ে রাজজ্যোতিষীদের। স্বপ্নের বিবরণ শুনে মত দেন তাঁরা - মহান সম্রাট কোনমহামানবের দর্শন লাভ করেছেন। তিনি হয়তো আবির্ভূত হয়েছেন কোথাও। সম্রাট তাঁর সন্ধানে দূত প্রেরণ কন। কিন্তু দূত পাঠানো হবে কোন্ দিকে? সম্রাট কি এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পেয়েছেন? ঠিকই তো, মনে পড়ে মিং তি-র, মহামানব প্রকট হয়েছিলেনপশ্চিম দিকে। সুতরাং পশ্চিম দিকে দূত পাঠানো যাক। পত্রপাঠ শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠানো হয় এক অভিজ্ঞ দূতকে। রেশমী সড়ক ধরে হাঁটা দেয় সে সোজা পশ্চিমে। এসে উপস্থিত হয় পুষপুরে কণিষ্কের দরবারে, সন্ধান পায় সেই মহামানবের - ভগবান শাক্যমুনির, কিন্তু তিনি অপ্রকট হয়েছেন বহুযুগ আগে। তাহলে উপায়? দূত শরণাপন্ন হয় শ াক্যমুনির ধর্মের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কনিষ্কের - সেই অমৃত পুষের শিক্ষা, তার কথা চীনে প্রচারের জন্য কোন বৌদ্ধ পন্ডিতকে আমার সাথে যেতে আজ্ঞা করা হোক। এ আর এমন কি কথা! বৌদ্ধপন্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষক (বা ধর্মরত্ন) একটি শ্বেত অশ্বের পিঠে বহু বৌদ্ধশাস্ত্র এবং বুদ্ধের চিতাভষ্ম নিয়ে পাড়ি দেন সুদূর চীন দেশে হ্যান সম্রাট মিং তি-র দরবারে। এই দুই ভিক্ষু র প্রচেষ্টাতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। হ্যান সম্রাটদের আমল থেকেই চীনে বৌদ্ধপন্ডিতদের আগমন শু হয়।(১)

হ্যান সম্রাদের শাসনকালের শেষদিকে চীনের এক তণ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভগবান শাক্যমুনির জন্মভূমি দর্শন করার বাসনায় সম্র াটের আদেশ অগ্রাহ্য করে, সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে পাড়ি দেন ভারতবর্ষে। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের রাজসভায় উপস্থিত হন তিনি এবং তাঁর আনুকূল্য লাভ করেন। ভারত, সিংহল ভ্রমণ শেষে ষোল বছর বাদে অসংখ্য বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করে হিউয়েন সাং নামক এই তণ যখন প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন পেয়েছিলেন বিরাট সম্ বর্ধনা, এমনকি তাঁর প্রত্যাগমনের দিনটিতে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

হিউয়েন সাং যখন স্বদেশে ফিরলেন, তখন তাং সম্রাট তাই সুং দেশ শাসন করছেন। তাং সম্রাটদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম চীনে এতই প্রসারলাভ করে যে অনেকে এই যুগকে চীন ইতিহাসের বৌদ্ধযুগ বলে অভিহিত করেন।

হ্যান ও তাং সম্রাটদের সময় ভারত থেকে চীনে ও চীন থেকে ভারতে বৌদ্ধভিক্ষুকদের যে আসা-যাওয়া শু হয়, তার ফলে ভারত থেকে বহু বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ চীনে পৌঁছায় এবং সেগুলি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। শোনা যায়, ধর্মরক্ষক বিয়াল্লিশ খন্ড সূত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন যা চীনা ভাষায় প্রথম কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন পন্ডিত শে- কাও(বা লোকোত্তম)। তিনি বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন। ' দশস

াহশ্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র’ অনুবাদ করেছিলেন আচার্য লোকরক্ষক। আচার্য কুমারজীব একশোর বেশী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। কাশ্মীর থেকে চীনে গিয়েছিলেন সংভূতি, সংঘদেব, গুণবর্মণ, গুণভদ্র, ধর্মমিশ্র যাঁরা প্রত্যেকেই বহু গ্রন্থ তর্জমা করেছিলেন। হিউয়েন সাং তাঁর আনা গ্রন্থগুলির অনুবাদ নিজেই করে গিয়েছিলেন। এভাবেই চীনে চীনা ভাষায় অনুদিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে ওঠে।
তাং রাজত্বকালেই চীনে কাঠের ব্লকের মাধ্যমে মুদ্রণ কৌশলের উদ্ভাবন হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রণের জন্য বেছে নেওয়া হয় এইসব তর্জমা গ্রন্থকে। “Diamond Sutra” বা ‘হীরক সূত্র’ এমনই একটি গ্রন্থ যা ব্লকের মাধ্যমে ছাপা হয় ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তাং রাজত্বকালে। ছেপেছিলেন জনৈক ওয়াং চিয়েহ্। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ায় ছাপা এই বইটি তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে তুর্কিস্থানের (চীন অন্তর্গত) কানসু জনপদের নিকটে ‘তুন হুয়াং’ গুহা থেকে এই বইটি উদ্ধার করেন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অরেল স্টাইন।
চীন থেকে ব্লক মুদ্রণ কৌশল আয়ত্ত করে জাপান। এখনো পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি আমরা, তার থেকে জানা যায় জাপানে ছাপা প্রথম বইটি হল ‘ধরণীসূত্র’। অনুমান করা হয়, এটি ‘হীরক সূত্র’ - এর দু-একশো বছর পরে ছাপা।

চীনের কারিগরদের কেরামতি

ব্লক মুদ্রণ ও হরফ মুদ্রণের পার্থক্য হল, ব্লক মুদ্রণে কাঠ বা ধাতুর খন্ডের ওপর একাধিক খোদাই করে ছাপ নেওয়া হয়, কিন্তু হরফ মুদ্রণে প্রতিটি হরফ পৃথকভাবে তৈরী করা হয় এবং সেগুলিকে পাশাপাশি বসিয়ে শব্দ গড়ে তুলে তারপর ছাপ নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেহেতু হরফগুলিকে নড়িয়ে-চড়িয়ে ব্যবহার করা হয়, সেহেতু এগুলোকে বলা হয় movable type বা সঞ্চালনযোগ্য হরফ। এই সঞ্চালনযোগ্য হরফও চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবিষ্কারকের নাম পি সেন(বা সেঙ্)। বিজ্ঞানী সেন কুয়া (১০৩২-১০৯৬ খৃঃ) তার সমসাময়িক এক সাধারণ ঘরে জন্মনেওয়া এই অসাধারণ প্রতিভাবান কারিগরের কর্মকান্ডের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ‘সেঙ্ চি পি তান’ নামক বইতে।
পন্ডিতেরা মনে করেন মধ্যপ্রাচ্যের মাধ্যমে এই বিদ্যা ইউরোপে প্রথম প্রবেশ করেছিল। তাদের মতে অনামামঙ্গোল, তুর্কি বা অন্য কোন প্রাচ্যদেশীয় মুদ্রাকর বা মুদ্রাকরেরা ইউরোপে এ্ই বিদ্যার প্রসার ঘটায়। এছাড়াও উদ্ভাবনপটু কারিগর সর্বকালে সবদেশেই পাওয়া যায়। এরা কোন পর্যটকের মুখে গল্প শুনে মুদ্রণের কৃৎকৌশল আয়ত্ত করতেই পারেন।

নারদ নারদ

ইউরোপে প্রথম কোন্ দেশে ছাপার কাজ শু হয়েছিল, তা নিয়ে সেখানকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ আছে। বিভিন্ন দেশের দাবিদাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারটি নিচের ক’টি লাইনে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে -
“Holland has books but no documents;
France has documents but no books;
Italy has neither books nor documents;
Germany has both books and documents.”
অর্থাৎ প্রথম ছাপার দাবিস্বরূপ হল্যান্ডের হাতে বই আছে। কিন্তু প্রমাণস্বরূপ কোন দলিল বা তথ্য নেই। ফ্রান্সের দলিল - দস্তাবেজ আছে বটে কিন্তু কোন বই নেই আর ইতালির বই, দলিল নেই, শুধু দাবিটুকু সম্বল। একমাত্র জার্মানির বই ও প্রমাণস্বরূপ তথ্য- দুই-ই আছে। রসিকতা হলেও এটাই মুদ্রণ-বিতর্কের সারাৎসার। সুতরাং জার্মানির দাবিকেই মেনে নিতে হয়। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক ছাপাখানা জার্মানির দান।

মেনজ্ শহরের ছাপার কল

আধুনিক মুদ্রণের জনক জোহান গুটেনবার্গ জার্মানির মেনজ্ শহরে তার ছাপাখানায় ১৪৫৪-৫৫ সালে ছাপান বাইবেল যা সারা পৃথিবীতে গুটেনবার্গ বলে খ্যাত। অবশ্য এর আগে তাঁর ছাপাখানা থেকে ছাপান হয়েছিল কিছুধর্মবিষয়ক ইস্তাহার ইত্যাদি। তার মুদ্রণ প্রচেষ্টার প্রাচীনতম নিদর্শন হল১৪৪৭ সালে ছাপানো এক পঞ্জিকা ছাপার হতিহাসে গুটেনবার্গের গুত্ব এই জন্য যে তিনি প্রথন ‘ছাপারকল’ - এ বই ছাপান; চীনের - কোরিয়ার ধাতুর হরফ প্রকৃতই পৃথক পৃথক হরফ না ধ

াতুর পাতে খোদাই করা হরফ সে বিতর্ক বাদ দিলে গুটেনবার্গ প্রথম যিনি ধাতুর সঞ্চারণশীল হরফ ব্যবহার করেছিলেন।

প্রথম রঙীন মুদ্রণ বুকে নিয়ে প্রকাশিত হল যে বই

মেনজ্ শহরেই ফুস্ট ও শ্যফার ১৪৫৭ সালে ছাপলেন একটি ধর্মগ্রন্থ 'সলটার' যার প্রতি পাতায় কালো ছা
ড়া আরো তিনটি রং ব্যবহার করা হয়েছিল ছাপার কাজে।

ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপ জুড়ে

জার্মানির বাইরে প্রথম ছাপাখানা বসল ১৪৬৫ সালে ইতালির সুবিয়াকো শহরের একটি মাঠে। ১৪৬৬ সালে সুইট্জারল্যান্ডের ব্রাসেলস্-এ ছাপাখানা বসে। ১৪৬৯ সালে জোহান ও ভেন্ডেলিন ভেনিসে ছাপাখানা খোলেন - এঁরা ছিলেন জার্মান। আরো তিন জার্মান ত্রান্ৎজ, গেরিং ও ফ্রিবুর্গার ফ্রান্সে ছাপাখানা পত্তন করেন হল্যান্ডেছাপা শু হয় ১৪৭১-এ। ইংল্যান্ডের প্রথম মুদ্রাকর উইলিয়াম ক্যাকস্টন জর্মানির কলোন থেকে ছাপাখানার কাজ শিখে এসে ১৪৭৬ সালে ছাপাখানা স্থাপন করেন ইংল্যান্ডে।

কালিকটের কাছে ভিড়ল অচেনা জাহাজ

১৪৯৮ সালের মে মাস, (৫) কালিকট বন্দরের আট মাইল উত্তরে ভিড়ল এক অচেনা জাহাজ। নেমে এল অদ্ভুত বেশভূষার সব মানুষ। কি চায় ওরা! চলো ওদের নিয়ে যাওয়া যাক জামোরিনের দরবারে। দরবারে জামোরিনকে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায় দলপতি - আমরা পর্তুগীজ, বহু দূরের দেশ পর্তুগাল থেকে বহুদিনের জলপথপেরিয়ে আসছি আমরা। ব্যবসায়ীর জাত, ব্যবসা করতেই এসেছি। আমাদের দেশে এখানকার মশলা, কাপড়ের খুব কদর। আত্মমগ্ন হন জামোরিন; বিদেশি, ব্যবসা করতে এসেছে, তা কক না। আরব বনিকেরা করছে, এরাও কক। লাভ বৈ তো ক্ষতি নেই। বরাভয় মুদ্রা দেখান তিনি - তথাস্তু, কিন্তু তোমার নাম কি? - ভাস্কো ডা গামা, ইওর একস্সেলেন্সি। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যে এক গোষ্ঠিপতি তখন স্বপ্ন দেখছেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃঅধিকারকে সম্প্রসারিত করার, স্বপ্ন দেখছেন সমরখন্দ জয় করার। তণ যুবরাজ জানেন না, ভবিতব্য তার কপালে লিখে রেখেছে পরাজয়। শুধু তাই নয়, অচিরেই আত্মীয়স্বজনের চক্রান্তে নিজ রাজ্য থেকেই বিতাড়িত হবেন তিনি। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বিফলেযাবে না। 'বাঘ' বলে ডাকা হয় তাকে। বাঘের মতই তিনি ঝাঁপ দিয়ে সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসে জয় করবেন তামামহিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হবেন প্রথম মোঘল সমারট জহিদ্দীন মহম্মদ্ বাবর।

মহাকাল তার বুননযন্ত্রে বুনে চলেছেন সুতোর জটিল জাল। কোন সুতো কোথায় গিয়ে মিশবে, কার সাথে গিঁট পাকাবে, তা শুধু তিনিই জানেন। সেদিন ভারতবর্ষের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল জলপথে পর্তুগীজদের কাছে এবং স্থলপথে মুঘলদের কাছে। দুয়েরই ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

গোয়ায় গেঁড়ে বসল পর্তুগীজরা

ভাস্কো দা গামা জাহাজ বোঝাই করে মাল-মশলা নিয়ে ঢেউ-য়ের দোলায় দুলতে দুলতে ১৪৯৯ সালে ফিরলেন লিসবনে। বাতলে দিলেন পথের খবর। ভারতে. শু হল পর্তুগীজদের আসা- যাওয়া। আসলেন আলবুকার্ক বাণিজ্যের বদলে সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে। ১৫১০ সালে দখল করলেন গোয়া। এটিই হল ভারতের বুকে প্রথম কোন ইউরোপীয় শক্তির রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের ঘটনা। অচিরেই গোয়া পর্তুগীজদের প্রধান শাসন ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হল।

উইটেনবুর্গ গির্জায় দরজায় ঝুলল একটি অভিযোগপত্র

রোমের বিখ্যাত সেন্ট পিটার্স গীর্জা মেরামত হবে। টাকা চাই। পোপের নির্দেশে জার্মানিতে টেটজেল নামের এক যাজক বেচতে লাগলেন 'ছাড়পত্র'। টাকা দিয়ে কিনো পোপের সইকরা এই ছাড়পত্র। তাহলেই স্বর্গের অধিকার লাভ করবে। এর

বিদ্ধে৯৫ টি অভিযোগ তুলে লেখা এক পত্র উপটেনবুর্গ গীর্জার দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন মার্টিন লুথার। তার পরের ঘটন াবলীর বিশদ খতিয়ান আছে ইতিহাসের পাতায়। সমগ্র খ্রিষ্টান জগৎ দু'ভাগ হয়ে গেল - লুথারপন্থীরা পরিচিত হলেন 'প্রোটেস্ট্যান্ট ' রূপে, পোপের অনুগামীরা ক্যাথলিক। এ হল ১৫১৭ সালের ঘটনা। ১৫৪০ সালে স্পেনের এক অভিজ াত ব্যক্তি ইগনেশিয়াম লায়োলা পোপের গৌরব এবং বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার জন্য ' সোসাইটি অফ জিসাস' নামে এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা পরিচিত হলেন 'জেসুইট' নামে। বিদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে এঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিখ্যাত জেসুইট সন্ন্যাসী সেন্ট ফ্রান্সিসকো জেভিয়ার ১৫৩৬ সালে গোয়ায় উপস্থিত হন। তার প্রভাবে এখ্যান খৃষ্টান ধর্মপ্রচারে গতি আসে। পরবর্তীকালে ১৫৪২ সাল নাগাদ পর্তুগীজরা জেসুইটদের ভ ারতে ধর্মপ্রচারের সুযোগ করে দেয়।

ধর্মের কল ভাসল জলে

তখনকার দিনে ছাপাখানাকে 'ধর্মের কল' ছাড়া আর কিই-বা বলা যায়! ধর্মপ্রচারে সুবিধা হবে বলে ইউরোপ থেকে এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত ছাপাখানা। সেখানে নানা ধর্মপুস্তিকা ছাপিয়ে বিলি করা হত, এমনকি স্থ ানীয় ভাষার হরফ তৈরী করে স্থানীয় ভাষায় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করেও ছাপানো হত। গোয়ায় এক জেসুইট পাদ্রী ছিলেন ন াম জোয়ানেস দ্য বেইর (Fatehr Joannes de Beira)। ইনি যুক্ত ছিলেন 'Casa de Santa Fe' (House of the Holy Faith) নামে এক প্রতিষ্ঠানের সাথে। জোয়ানেস ধর্মপ্রচারের জন্য ছাপাখানার প্রয়োজন
অনুভব করেছিলেন। ১৫৪৫ সালে তিনি রোমে এক পত্র দিয়ে জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠানে ন'টি ভাষার মোট ৬০ জন ছাত্র পড়ছে। এদের শিক্ষার জন্য ও ধর্মপুস্তক ছাপানোর জন্য একটা ছাপাখানার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। (৬) জোয়ানেস-এর প্রার্থনা পূরণ হয়নি।
জোয়ানেসের পত্রের এগারো বছর বাদে ঘটনাক্রমে এক ছাপাখানা এসে পড়ে গোয়ায়। পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া)-র উদ্দেশ্যে জাহাজে করে পাঠানো হয়েছিল একটি ছাপাখানা।তখনকার দিনে আবিসিনিয়ায় জাহাজ যেত গোয়া ঘুরে। খুবই স্বাভাবিক, গোয়া পর্তুগীজদের বড় ঘাঁটি। প্রাচ্যের লিসবন। খবরাখবর দিতে নিতে হবে বৈকি। গন্ডা গন্ড া জাহাজ তো আর নিত্যদিন পর্তুগাল থেকে ভারতে যাওয়া-আসা করে না। এছাড়া সমুদ্রস্রোতের বিষয়টিরও ভূমিকা থ াকতে পারে। ১৫৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জাহাজ এসে পৌঁছাল গোয়ায়। জাহাজযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন সদ্যনিযুক্ত আ বিসিনিয়ার রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিশপ, কয়েকজন জেসুইট ধর্মযাজক আর মুদ্রনের কাজে দক্ষ কিছু কারিগর। নানা কারণে জাহাজের মহামান্য যাত্রীগণের আর আবিসিনিয়া যাওয়া হয়ে ওঠে নি। সম্ভবতঃ সেখানে মিশনারিদের সাথে সুলতানের সম্পর্কটা আর ঠিক পিরীতের সম্পর্ক ছিল না। যাই বোক, যাত্রীরা আবিসিনিয়ার আশা ত্যাগ করে গোয় াতেই ঘাঁটি গাড়লেন। জাহাজ থেকে নামিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হলো ধর্মের কলটিকে।
এই বছরেই উত্তর ভারতে পানিপথের প্রান্তরে ৫ই নভেম্বর বাধল এক লড়াই - পানিপথের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার। প্রথমব ারের লড়াই ফতে করেছিলেন বাবর। এবারের লড়াই ফতে করলেন তাঁর পৌত্র আকবর। চোদ্দ বছর বয়সী সম্রাটের সহ ায় ছিলেন পিতৃবন্ধু খান-ই-খানান বৈরাম খাঁ।

রন্ধনপটু এক অনামী ভারতীয়

জাহাজে ছিলেন 'জন দ্য বুস্টামেন্ট' নামক ধর্মযাজক কাম মুদ্রাকর। ১৫৫৬ সালের শেষের দিকে জেসুইটদের অত্যুৎস াহের ঠেলায় তিনি ছেপে ফেললেন 'Conclusaes'নামের এক গ্রন্থ যা ভারতে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। গুটেনবার্গের বাইবেল ছাপার ঠিক একশো বছর বাদে ভারতের মাটিতে বসল ছাপাখানা। ছাপা হল বই। পর্তুগীজ ভাষায় লেখা, রোমান হরফে ছাপা এই বইটি মহাকালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে। পরের বছর পর্তুগীজ ভাষাতেই বুস্টামেন্ট ছাপলেন আরেক বই, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের 'Doutrina Christa' বা 'দ্যতিরিনা খ্রিস্টা'। এটিও প্রথম বইটির
পদাঙ্ক অনুসরন করে নিদ্দেশ যাত্রা করেছে। এইসব বই ছাপতে বুস্টামেন্টকে সহায়তা করেছিলেন, কি আশর্চ্য, একভ ারতীয়। ইনি এই জাহাজেই ছিলেন। পর্তুগাল থেকেই হয়ত এসেছিলেন। জেসুইটরা এঁকে ছাপার কাজে দক্ষ ব্যক্তি হিস

াবে পরিচয় দিলেও নাম উল্লেখ করেন নি। ১৫৫৬ সালের ৬ই নভেম্বর আবিসিনিয়ার জনৈক প্যাট্রিয়ার্কের গোয়াথেকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায়, ভারতীয় লোকটি ছিল ভদ্র, জাহাজে রান্নার কাজে সে সাহায্য করত। মাঝে মধ্যে য াজকের কাছে পাপ স্বীকারের ঘটা লেগে যেত তার এবং বর্তমানে ছাপাখানায় সে ভালোই কাজ করছে। (৭) ব্যাস, আর কিছুই আমরা জানতে পারি না, ভারতের কোথাকার লোক তিনি, জাহাজে ঠাঁই পেলেন কি করে ...... কিছুই না। শুধু এইটুকু ভেবে সান্ত্বনালাভ করতে পারি, ভারতের প্রথম ছাপাখানার অন্যতম এক কর্মী ছিলেন এক ভারতীয়।

ভারতে ছাপা প্রচীনতম যে বইটি আমাদের হস্তগত হয়েছে

পৃথিবীর প্রচীনতম যে ছাপা গ্রন্থটি আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি, সেটি হল বৌদ্ধধর্ম সংত্রান্ত গ্রন্থ আর ভারতে ছাপা প্রচীনতম যে গ্রন্থটি উদ্ধার হয়েছে, সেটি খৃস্টধর্ম সংত্রান্ত এক গ্রন্থ, নাম 'Compendo Spritiitual da Vida Chritoa'। ১৫৬১ সালে গোয়াতেই ছাপা হয়েছিল এই বই। লিখেছিলেন Gasper de Leao,ছেপেছিলেন জন কুইনকোয়েসিও (Joao Quinquencio) ও জন দ্য এন্ডেম্ (Joao de Endem)। গোয়ার আর্চ বিশপের ছাপাখানা থেকে এটি ছাপা হয়। বর্তমানে নিউ ইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরীতে এই বইটির একটি কপি সংরক্ষিত আছে।

ঔষধি গাছ গাছড়ার বই

জনৈক Gracia da Orta লিখে ফেললেন বিভিন্ন ওষুধ ও যে-সব গাছগাছড়ায় সেগুলো তৈরী হয়, সেগুলোর কথা। বইয়ের নাম ছিল'Coloquios dos simples edrogas,'ছাপা হল গোয়াতেই ১৫৬৩ সালে ।ছাপলেন জন দ্য এন্ডেম্। এটি সংরক্ষিত আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে।

ছাপা হল ভারতীয় ভাষার প্রথম বই

বুস্টামেন্ট কে মনে আছে? ভারতের মাটিতে প্রথম বই ছেপেছিলেন যিনি? বুস্টামেন্টের সাথেই এসেছিলেন এক জেসুইই পাদ্রী জন গোন্ সালভেস (Father Joannes Gonzalves)। ছাপাখানার কর্মকান্ডের সাথে যুত্ত থাকলেও তার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় ভাষার অক্ষর তৈরী করা। স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ তামিল ভাষা। কিন্তু সে ভাষার অক্ষরতে া চিনতে হবে। অক্ষর চেনার জন্য, ভাষা শেখানোর জন্য চাই একটা লেখাপড়া-জানা স্থানীয় লোক। তাসে লোক জুটে গেল।কুইলনে এক ব্রাহ্মণ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। পত্রপাঠ তাকে পাঠানো হল গোন্সালভেসের কাছে। জানা যায় এর ন াম ছিল 'পেরা লুইস'। তার সহায়তায় সম্ভবতঃ ত্রিচুরের কাছে আম্বালাক্কাডুতে তামিল অক্ষর বানিয়ে ফেললেন গোনস ালভেস। সেটা ১৫৭৭ সাল। আগের বছরেই উত্তর ভারতে গোগুন্ডায় মুঘলদের সাথে উদয় রাণার ছেলে প্রতাপের স াথে জোর লড়াই হয়েছে। লড়াইতে হার হলেও প্রতাপকে ধরতে পারেনি মোগল সৈন্য। আত্মগোপন করে প্রত্যাঘাতের চেষ্টায় আছেন রাণা, তার স্বপ্ন - স্বাধীন মেবার।

গোন্সালভেস তামিল ভাষায় বই ছাপবেন, কিন্তু কোন্ বই? কেন, হাতের কাছে তো রয়েছে বুস্টামেন্টেরছাপা সেন্ট ফ্রা ন্সিস জেভিয়ারের লেখা গ্রন্থ 'দ্যুতিরিনা খ্রিস্টা'। পুণ্যাত্মা সেন্ট ফ্রন্সিস জেভিয়ারের স্মৃতিবিজড়িত এই ক্ষেত্র, তাঁর স্মরণেই ছাপা হোক এই গ্রন্থের তামিল অনুবাদ। ১৫৭৮ সালে ছাপা হল সেই অনুবাদ, নাম হল'Christya Vannakanam', কিন্তু ছাপা হল কুইলনে - গোয়ায় নয়। আগের অনুবাদ গ্রন্থটি ছিল ১৬ পাতার আর এটি হল ১২০ পাতার।

বেশ করেছো, ঢের বলেছো - এইখানে দাও দাঁড়ি

আপাততঃ আমার কথাটি ফুরোল। কিন্তু নটে গাছকে এখনই মুড়োলে চলবে না। এরপর বলতে হবে ভিমজি পারেখের কথা, জিগেন্বাল্গোর কথা। তারপর আসতে হবে বঙ্গ দেশে। কিন্তু সেসব কাহিনী এ প্রবন্ধের পরিধি বহির্ভূত। প্রবন্ধশেষেকিছু কথা পাঠকদের জানানো প্রয়োজন। অনেকের মনেই প্র উঠবে ভারতবর্ষের প্রচীন ইতিহাসে মুদ্রণ শিল্পের কি কোন অস্তিত্ব ছিল না? মনে হয় প্রচীনকালে কাঠের ব্লকের মাধ্যমে কাপড়ের উপর বা গায়ে নকশা করার ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু পুঁথি ছাপার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতে ছাপাখানা প্রসঙ্গে দুটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সন্ধান প াওয়া যায় ।প্রথম ঘটনাটি ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ঘটনা। ঐ বছর 'নববার্ষিকী' পত্রিকায় 'মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে স াক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া একটি গল্পের অবতারনা করা হয়েছিল। গল্পটির চুম্বকসার হল- মেজর বেক বারাণসী জেলের এক জায়গ ায় খনন করে একটি মুদ্রণযন্ত্র পান ও সাজানো আলাদা আলাদা অক্ষরের রাশি পান। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করে স্থির করা হয় এগুলো অন্ততঃ এক হাজার বছরের পুরনো। মনেহয়, এটি নিছকগল্প এ প্রবন্ধ ছাপার পরেই আশ্বিন মাসের বঙ্গদর্শনে পত্রিকাটির নামহীন সম্পাদককে তুলোধনা করে ছাড়া হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৮৬১সালের ।ঐ বছর এশিয়া টি ক জার্ণাল পত্রিকায় ১৮০৩ সালের একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে, সেটির সত্যতা অবশ্য পরবর্তীকালে যাচাই করা হয় নি। সংক্ষেপে ঘটনাটি হল - লেফটেন্যান্ট ম্যাথিউ লক্ষ্ণৌ দুর্গের এক প্রকোষ্ঠে একটি ছাপার যন্ত্র দেখতে পান যাতে প্র াচ্যের কোন ভাষার অক্ষর লাগানো ছিল। কিন্তু লুণ্ঠনলোলুপ সৈন্যরাসেটিকে ধ্বংস করে দেয়।(৮) এই ঘটনাটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'The Good Old Days of Honorable John Company' নামক গ্রন্থে পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে। য াই হোক, সামগ্রিকভাবে এখনো পর্যন্ত যে সব তথ্য প্রমাণ পাওয়াযায়, তার থেকে জানা যায় ভারতে মুদ্রণ শিল্পের সূচনা ও প্রসার ঘটেছিল ইউরোপীয়দের হাত ধরেই। বিদে
শী ইউরোপীয়রা যে শুধু ভারতবর্ষ দখল করেছিল তা নয়, গুটেনবার্গের আত্মজ হরফিরাও দেশটিকে দখল করে এবং ভ ারতবর্ষের নবজাগরণে তাদের ভূমিকাও কম ছিল না।

টীকা-টিপ্পনি

এই প্রবন্ধ পণ্ডিতদের জন্য নয়, পণ্ডিত ম্মন্যদের জন্য তো নয়ই, এ লেখা সেইসব মানুষদের জন্য যারা তাদের মনের জান ালাটি সদাই উন্মুক্ত রাখতে সচেষ্ট এবং অবশ্যই এ লেখা নবীন প্রজন্মের জন্য। আশা রাখি, ভবিষ্যতে মুদ্রণ ইতিহাসের ফঁ াক ফোকরগুলো তারাই ভরাট করবে। দীক্ষিত পাঠকের কাছে সব রচনাই উন্মুক্ত। সুতরাং তাদের কথা আর বললাম না। মূলতঃ তাদের কথা মাথায় রেখেই টীকাগুলি সংযোজিত করা হয়েছে। পরিশেষে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থ াগারিক শ্রী পীযূষ সিন্হা মহাশয় ও গ্রন্থাগারের অপরাপর কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানের বেহাল কর্মসংস্কৃতির যুগে তাঁদের কর্মনিষ্ঠা ও দায়িত্ব সচেতনতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সামগ্রিকভাবে যে সব গ্রন্থের তথ্য এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

()বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস ঃ বণকুমার মুখোপাধ্যায়

() ছাপাখানা ঃ চীন থেকে চিনসুরা ঃ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। সম্পাদনা ঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যে াপাধ্যায়

() বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক ঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়

() বিজ্ঞানের ইতিহাসঃ সমরেন্দ্রনাথ সেন

() বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসঃ ডঃ মণিকুন্তলা হালদার

() ভারতকোষ (৩) ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসদ

()বাংলায় এনসাইক্লোপিডিয়া ঃ সম্পাদনা ঃ সদানন্দ ভট্টাচার্য

() প্রচীন ভারতের ইতিহাস (২) ঃ সুনীল চট্টোপাধ্যায়

()Historical Dictionary of India: Surjit Mansingh, 1998

() The Printing Press in India, it's beginning and early developments: A. K. Pariolkar

() The New Encyclopedia Britannica, 15th Ed.

() History of the middle Ages, Ye. Agibalova, G. donskoy, 1982.

১. চীনের প্রাচীন পুঁথিপত্র ও লোককথা থেকে ঘটনাটি জানা যায়। রাজার স্বপ্ন দেখার ঘটনা সত্যি বা মিথ্যা হোক বা চীন দূত বৌদ্ধপণ্ডিতদ্বয়কে আনুন বা কণিষ্ক নিজেই তাঁদের পাঠান, তাঁদের চীনদেশে আসার ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য।

২. T.F. Carter, The Invention of Printing in China and Its spread Westward, Newyork, 1931.

৩. " .. the Islamic attitude towards printing having in the meanwhile become inimical, no more

printing was done by Muslims (except in China) until 1825, and the printing of the quaran was frowned upon until our days." - Sarton George, Introduction to the History of Science, Vol.III, p.732.

৪. Encyclopedia Britannia, Vol.18,14thed., p.499.

৫.ভাস্কো ডা গামার ভারতে আসার দিন সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া গেছে। (i)17 মেCambridge History of India, edited by H.H.Dodwell Vol. V, Chapter I, p.38, (ii) 20 শে মে - The Renaissance and Reformation, Tarner, p. 38. (iii) 27 শে মে - An advanced History of India, Modern India, part III, R.C.Majumder, etal. p. 631.

৬. " In this College, Known as the House of Holy faith, live sixty young man of various nationalities and they are of nine different languages ..... Due to the absence of books and a teacher they cannot derive as much profit as they need. The Christian doctrine could be published here in all this languages, if your Reverence feels that it may by printed." - The printing press, A.K. Priolkar, p. 3.

৭. " The Indian is well behaved and is fond for confession often; at sea he helped us a lot in the kitchen and has proved here to be competent in press-works" - Josephus Wicki, Documenta Indica, Vol. IV, Rome. 1956.

৮. " On the surrender of the fortress of Agra to the British Army, under the command of Lord Lake, in the year 1803, ... Lieutenant Mathews of the Artillery went to view the interior of the fortress. Passing one of the vaults, which had shortly before been plundered, he entered and first object which attracted his eye was machine which to him appeared to be a European mangle. On closer inspection, however, he discovered it to be a printing press, and what was the more extraordinary, having the types ready set for some oriental production.
Major Yule of the Bengal Army, hearing of this, was anxious to know what the work was, which was most probably the very first that had been attempted to be printed in Hindustan, and that too under auspices of the head of the empire. Means were at once attempted to pull a proof- sheet of the form; this was done under manifold disadvantages, and the sheet disclosed six pages of the Koran. The face of the type was excellent, and it is a pity that the press with its type were not preserved, but the ruthless soldiers pulled the whole machine to pieces and destroyed the types." - W.H.Carey, The Good Old Days of Honorable John Company, 1882.

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com